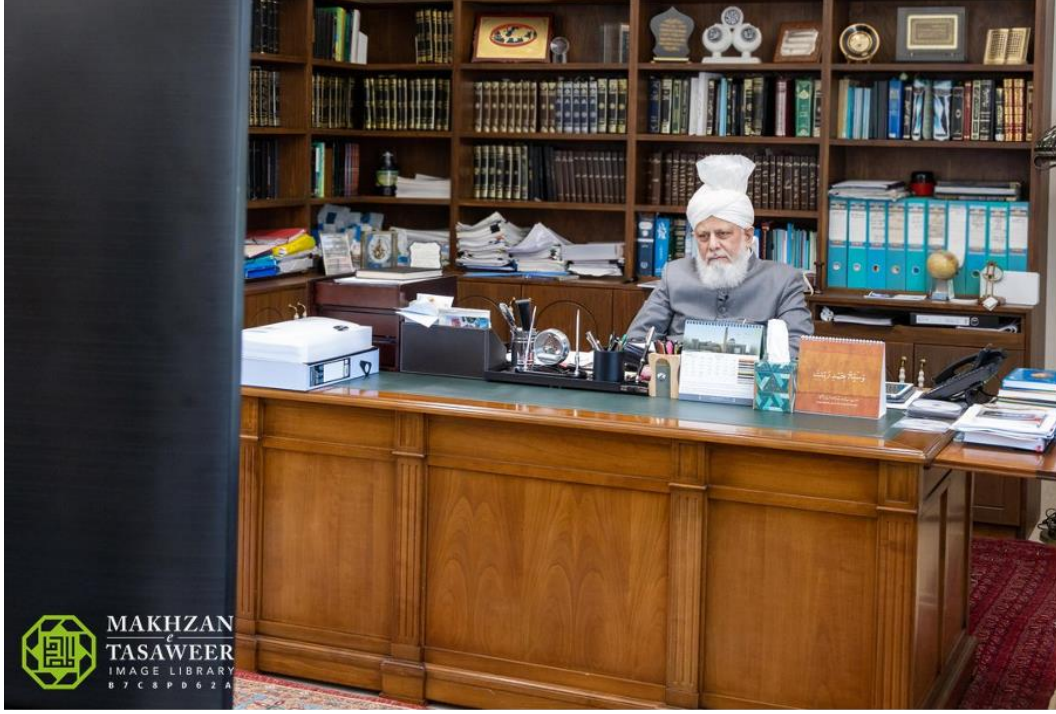


আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া জার্মানির সদস্যবৃন্দ



সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমস্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২৮ আগস্ট ২০২১, মজলিস আতফালুল আহমদীয়া (৭-১৫ বছর বয়সী আহমদী বালকদের অঙ্গ-সংগঠন) জার্মানির সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর অপরপক্ষে সহস্রাধিক আতফাল মানহাইমের মাইমার্কেট ক্লাব থেকে অনলাইনে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ হুযূর আকদাসকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

সভা শুরু হলে, হুযূর আকদাস লক্ষ করেন যে, বিগত সপ্তাহের খোদ্দামের সভার বিপরীতে, যেখানে বৃষ্টি শুরু হওয়া সত্ত্বেও সবাই খোলা আকাশের নিচে বসে ছিলেন, এবার ব্যবস্থা ঘরের মধ্যে করা হয়েছে।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর (ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট)-কে উদ্দেশ্য করে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আজকে আপনারা ছেলেদেরকে হলে বসিয়েছেন যেন গত সপ্তাহে খোদ্দামের মত তাদেরকে বৃষ্টির সময় খোলা আকাশের নিচে বসে থাকতে না হয়। তবে, আতফালও মুজাহিদ [আম্মাহূর পথে স্বেচ্ছায় কষ্ট-কাঠিন্য বরণকারী]।

আজকাল আমার জুমুআর খুতবাগুলোতে আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবাদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করছি। যখন তারা ঝড়-বৃষ্টির মুখোমুখি হতেন, সেসকল সাহাবাদের মাঝে ১৩-১৪ বছরের বালকেরাও ছিলেন, যারা পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, অবিচল থাকতেন। সুতরাং, আমাদের আতফালও সকলেই মুজাহিদ আর আপনার বেশি দৃষ্টিভঙ্গা করার কোন কারণ নেই। তবে যা হোক, এটা ভালো করেছেন যে, তাদেরকে ঘরের ভেতরে বসিয়েছেন!”



আতফালের একজন ছুঁর আকদাসকে প্রশ্ন করেন কারো পক্ষ কীভাবে বুঝা সম্ভব, তারা যে সমস্যার মুখোমুখি তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা নাকি শাস্তি।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি তুমি কোনো পাপ করে থাকো, আর তার ফলে কোন কষ্টের মধ্যে পড়ো, তাহলে অবশ্যই তুমি জানবে যে, এটি একটি শাস্তি। যদি তুমি কোন পাপ না করে থাকো, আর কোন কষ্টের মুখোমুখি হও এবং তোমাকে কিছু সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়, তাহলে তোমার উচিত একে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা। নবীরা খোদা তা'লার সবচেয়ে প্রিয় হয়ে থাকেন, এরপরও তারা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা ও কষ্ট-কাঠিন্যের মুখোমুখি হয়েছেন। তারা অসুস্থ হতেন এবং কষ্ট-কাঠিন্যের শিকার হতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার প্রিয়তম ছিলেন, আর তা সত্ত্বেও তাঁকে অগণিত পরীক্ষা ও বিপদাবলীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন তাঁর খাওয়ার মত কোন খাবার ঘরে ছিল না। যুদ্ধের সময়, নিজের ক্ষুধার অনুভূতি লাঘবের জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। তাঁর চাইতে খোদার প্রিয় আর কেইবা ছিলেন? তারপরও তাঁকে কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করতে হয়েছে। তাঁর সহধর্মিনী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতো যখন তাঁদের ঘরে চুলা জ্বলতো না। যদি আজকে, কোন ব্যক্তি একবেলার খাবারও না খান, তিনি কষ্টের অভিযোগ করেন। অথচ, কখনো কখনো, যখন মহানবী (সা.) খাবার খেতেন, তখন তা সামান্য সিরকায় ভেজানো শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছুই হতো না, আর তারপরও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং বলতেন যে, খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“যদি তোমরা মনে করো যে, তোমরা পাপ করছো না, আর মানুষের এবং আল্লাহ তা'লার অধিকার রক্ষা করছো, এবং তোমরা ঝগড়া-ফাসাদ বা লড়াই করছ না এবং অন্যের অধিকার হরণ করছো না, তাহলে যে সমস্ত সমস্যার

মুখোমুখি তোমরা হও, সেগুলো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। তোমরা এসকল কঠিন পরিস্থিতি ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে পারো কিনা তা দেখার জন্য এটি তাঁর পদ্ধতি। যখন তুমি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা কীর্তন করতে করতে অতিক্রম করবে এবং বলবে যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমার জন্য যা চান তাতে তুমি সন্তুষ্ট, তখন আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কার প্রদান করেন এবং তাঁর আশীষসমূহ তোমার ওপর বর্ষণ করতে থাকেন। ... কিন্তু, যদি পরীক্ষার সময় তুমি নিজের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করো এবং অভিযোগ করতে থাকো, তাহলে ঐ সকল সমস্যাবলী প্রলম্বিত হতে থাকে এবং এমনও হতে পারে যে, কোন পরীক্ষা এক পর্যায়ে শাস্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং, সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকো, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার রক্ষা করো এবং এর ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তোমাকে আশিসমণ্ডিত করবেন, আর তুমি অনুধাবন করবে যে, যে কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে তুমি অতিক্রম করেছো তা শাস্তি ছিল না বরং পরীক্ষা ছিল।”



আরেকজন তিফল হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করে শিশু হিসেবে তাঁর প্রিয় খাদ্য কী ছিল।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

“আমাদের কখনো এমন দাবি ছিল না যে, আমরা আমাদের প্রিয় খাবার বেছে নিব। বাসায় যা হতো, আমরা তাই খেতাম। যদি ডাল রান্না হতো, আমরা ডাল খেতাম; যদি মাংস হতো, আমরা তাই খেতাম আর যদি অন্য কোন সবজি হতো তবে সেটাই বিনা বাক্যে খেয়ে নিতাম। আজকাল তোমাদের মাঝে এমন দাবি প্রায়শই দেখা যায়, কিন্তু আমাদের মাঝে এমনটা ছিল না। আমাদের বাবা মায়েরা বলতেন, “এই হলো খাবার। বাচ্চারা, তোমরা এটা খাও এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।” সুতরাং, তোমাদেরও খুব বেশি খুঁতখুঁতে হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।”

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে রাগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বিষয়ে পরামর্শ চান।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যখন তোমার রাগ আসে, ঠাণ্ডা পানি পান করবে আর বসে যাবে, যেন তোমার ক্রোধ শীতল ও প্রশমিত হয়। সুতরাং, সাথে সাথে বসে যাও এবং ঠাণ্ডা পানি পান করো, আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করো, যেন তিনি তোমার রাগ দূর করে দেন, আর এভাবে তুমি প্রশান্ত হবে। যখন তুমি ক্রোধান্বিত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে ইস্তেগফার করতে শুরু করবে।”

সভার শেষ প্রান্তে, মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব হুযূর আকদাসের কাছে দোয়ার জন্য আবেদন করেন, যেন পুনরায় সেই দিন আসে যখন হুযূর আকদাস আবার সশরীরে জার্মানি সফরে আসতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ শীঘ্র সেই দিন আনুন। দোয়া করুন যেন এমন হয়। আল্লাহ্ তা’লা এবং মানুষের অধিকার রক্ষা করুন। আর আল্লাহ্ তা’লা আপনাদের সবাইকে এ তৌফিক (সামর্থ্য) দান করুন যেন আপনারা শিশু-কিশোরদের যথাযথ তরবিয়ত (নৈতিক প্রশিক্ষণ) প্রদান করতে পারেন, যেন তারা সঠিক পথে চলে এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হতে পারে।”